দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 02 AUG 1997
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

106

প্রধান শিক্ষকের পদ লইয়া দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ

শেরপুর সংবাদদাতা ।। ধানশাইল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদের দায়িত্ব প্রাপ্তি লইয়া দুই শিক্ষকের কোন্দলে উক্ত স্কুলের শিক্ষকগণ ৬ মাস যাবৎ বেতন-ভাতা পাইতেছেন না। ইহারই জের হিসাবে দুই শিক্ষকের সমর্থকদের সংঘর্ষে-গত ২০শে জুলাই ৩০ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে ৩ জনকে আশংকাজনক অবস্থায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

প্রায় ৭ মাস পূর্বে ঝিনাইগাতি থানার ধানশাল উচ্চ বিদ্যালয়ের

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

প্রধান শিক্ষকের পদ

(৩য় পৃঃ পর)

প্রধান শিক্ষক আবদুস সাত্তারের মৃত্যুর ফলে পদটি শূন্য হইয়া পড়ে। পরে অজ্ঞাত কারণে এসিষ্টেন্ট হেড মাষ্টার শাহাজ উদ্দিনকে পাশ কাটাইয়া সিনিয়র শিক্ষক ওবায়েদুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এই ব্যাপারে এসিষ্টেন্ট হেড মাষ্টার শাহাজ উদ্দিন লিখিতভাবে আপত্তি জানাইলে শিক্ষা বোর্ড ওবায়েদুল ইসলামের নিয়োগ বাতিল করিয়া শাহাজ উদ্দিনকে দায়িত্ব প্রদানের আদেশ দেয়। কিন্তু ওবায়েদুল ইসলাম দায়িত্ব হস্তান্তর না করিয়া আদালতে মামলা দায়ের করেন। মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন রহিয়াছে। দুই শিক্ষকের এই রশি টানাটানির ফলে গত ৬ মাস যাবৎ সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকগণ বেতন-ভাতা পাইতেছেন না। ইহারই ক্ষুব্দ প্রতিক্রিয়া হিসাবে গত ২০শে জুলাই দুই শিক্ষকের সমর্থকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ৩০ জন আহত হয়। এই ব্যাপারে ঝিনাইগাতি থানার নির্বাহী অফিসারের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করিলে তিনি জানান, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা করিয়াও কোন সুফল পাওয়া যায় নাই। ঘটনাটি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান হইয়াছে।